দৈনিক সংবাদ

তারিখ ৯/১১/২০০৩
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

৭২

অধ্যক্ষসহ ১২ জন শিক্ষক ২ ঘণ্টা জিম্মি

আলিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রলীগের ক্যাডারদের সশস্ত্র তান্ডব

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ রাজধানীর লালবাগ আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের কার্যালয়ে ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা গুলি ও বোমা হামলা চালিয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। সশস্ত্র হামলার কারণে অধ্যক্ষসহ ১০/১২ জন শিক্ষক এবং ১৫/২০ জন বহিরাগত ছাত্রলীগ নেতা অধ্যক্ষের কার্যালয়ে প্রায় ২ ঘন্টা জিম্মি ছিল। গুলি ও বোমা হামলার সময় অধ্যক্ষ আলমারীর পেছনে গিয়ে এবং অন্য শিক্ষকরা বাথরুমে আশ্রয় নেন।

অবৈধভাবে কামিল হাদিস বিভাগে একজন ছাত্র ভর্তি হওয়ার তদবিরকে কেন্দ্র করে এ হামলা ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষের সময় ১ পুলিশসহ ৩ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষের সময় ছাত্রলীগের ক্যাডাররা প্রতিপক্ষের ৩টি মোটর সাইকেল ভাঙচুর করে এবং ১টি মোটর সাইকেল পুড়িয়ে দিয়েছে।

এ সময় তারা ৩০/৪০ রাউন্ড গুলি ও বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়।

মাদ্রাসা সূত্রে জানা গেছে, কামিল হাদিস বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্রলীগ সমর্থক ১ ছাত্র ফেল করে। তাকে তদবির করে অবৈধভাবে ভর্তি করার জন্য মহানগর ছাত্রলীগ নেতারা স্থানীয় ১ সাংসদের সুপারিশ নিয়ে গতকাল দুপুরে আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের কার্যালয়ে যায়।

অধ্যক্ষ সুপারিশ দেখে বলেন, একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তি করা হবে। এ নিয়ে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে ছাত্রলীগ মহানগর (দক্ষিণ) কমিটির নেতা পলাশসহ ২০/২৫ জন বহিরাগত ছাত্রলীগ নেতার সঙ্গে অধ্যক্ষের কথা কাটাকাটি হয়।

এ খবর শুনে ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে অবস্থানরত ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষ গ্রুপ অধ্যক্ষের কার্যালয়ে যায়। তারা অবৈধভাবে ছাত্রভর্তির প্রতিবাদ করে। পরে স্টাফরা অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনের গেট বন্ধ করে দেয়। এ সময় ছাত্রলীগ বহিরাগত গ্রুপ অধ্যক্ষের কার্যালয়ে অবস্থান করছিল। তাদের সঙ্গে অধ্যক্ষসহ ১০/১২ জন শিক্ষক বৈঠকে বসেন। বৈঠক চলার সময় ৩০/৪০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী লাঠি, রড, হকিস্টিক ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি, বোমা ছোড়ে। গুলি ও বোমার ভয়ে অধ্যক্ষ চেয়ার ছেড়ে আলমারির পেছনে এবং ১০/১২ জন শিক্ষক বাথরুমে ও টেবিলের নিচে আশ্রয় নেন। দীর্ঘ ২ ঘণ্টা তারা এভাবে জিম্মি ছিলেন। পরে ১ শিক্ষক পুলিশ কন্ট্রোল

আলিয়া ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

আলিয়া ঃ ক্যাডারদের তান্ডব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রুমে ফোন করার পর লালবাগ থানা পুলিশ ঘটাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ সময় দারোগা আয়ুব আলী বোমার আঘাতে এবং ছাত্রলীগ নেতা লিংকন কিল-ঘুসিতে আহত হয়।

এ ব্যাপারে আলিয়া মাদ্রাসা শাখার ছাত্রলীগ নেতা শহিদুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, বহিরাগত ছাত্রলীগ নেতা পলাশসহ ২৫/৩০ জন হল ও ক্যাম্পাসে হামলা চালিয়েছে। তারা হাজি সেলিমের সুপারিশ নিয়ে অবৈধভাবে সাগর নামে ১ ছাত্রকে ভর্তির চেষ্টা করে; না করায় ক্যাম্পাসে হামলা চালায়।

এ ব্যাপারে আলিয়া মাদ্রার হল সুপার আশরাফ আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ছাত্রাবাস ও ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের ডিসি সাউথকে জানানো হয়েছে। সন্ধ্যায় পুলিশ হল তল্লাশি করেছে।

এ ব্যাপারে লালবাগ থানার ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, ছাত্রলীগের দু গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। হলে ১ প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ছাত্রাবাস তল্লাশি করে কিছু পাওয়া যায়নি।

সূত্র জানায়, আজ রোববার আলিয়া মাদ্রাসার পরিস্থিতি নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং হবে। পরিস্থিতি শান্ত না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হতে পারে।

এ ব্যাপারে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ প্রফেসর সাদুল্লাহর সঙ্গে তার বাসভবনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি অসুস্থ আছেন বলে জানান। পুনরায় কথা বলার চেষ্টা করলে হোসনে আরা নামে ১ আত্মীয়া জানান, চাচ্চু অসুস্থ্য কথা বা দেখা করতে পারবেন না।